ইউনিটের উদ্দেশ্য

- ভাষণ ও প্রতিবেদনের রূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ভাষণ বা বক্তৃতার সংজ্ঞার্থ ও প্রকৃতি লিখতে পারবেন।
- ভাষণ ও প্রবন্ধের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- ভাষণের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ভাষণ বা বক্তৃতার খসড়া রচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

ভাষণের সংজ্ঞার্থ ও প্রকৃতি

ভাষণ শব্দটির প্রচলিত অর্থ বক্তৃতা। বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসমাবেশে বা অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করতে বক্তা যে বক্তব্য প্রকাশ করেন, তাই বক্তৃতা। ভাষণ সাধারণ পূর্ব নির্ধারিত হয়। তাই এর সুচিহ্নিত খসড়া আগে থেকে রচনা করা যায়। তবে ভাষণ যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল হলেই হয় না, বক্তার উপস্থাপনা কৌশলে বক্তব্য/ভাষণ প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ভাষণ ও প্রবন্ধের পার্থক্য

ভাষণ ও প্রবন্ধের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বেশ কিছু মিল আছে। দুই ক্ষেত্রেই বক্তব্যের বিষয় যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু ভাষণ ও প্রবন্ধ মূলত এক নয়। প্রবন্ধে স্থান কাল পাত্রে অনুল্লেখিত। কিন্তু ভাষণে স্থান কাল পাত্র মুখ্য। একটি বিশেষ জনসমাবেশকে সামনে রেখে ভাষণ পরিকল্পিত হয়। বক্তা তাঁর ভাষণকে আকর্ষণীয় করার জন্য সমসাময়িক ঘটনা ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কোন কোন বিষয়ে তির্যক মন্তব্য বক্তব্য স্মরণ করতে সাহায্য করে। প্রবন্ধ সাহিত্যের অংশ ভাষণের উদ্দেশ্য সাহিত্য সৃষ্টি নয়।

ভাষণের বিভিন্ন অংশ

ভাষণকে বিশ্লেষণ করলে এর ৫টি অংশ লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হচ্ছে (১) সম্ভাষণ বা সম্বোধন (২) প্রস্তাবনা বা বিষয় পরিচিতি (৩) মূল বক্তব্য বিষয় (৪) বক্তব্যের সারাংশ (৫) উপসংহার।

(১) সম্ভাষণ বা সম্বোধন ঃ ভাষণের সূচনায় বা আরম্ভে সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং সভায় উপস্থিত সকলকে সম্ভাষণ বা সম্বোধন জানাতে হয়। সাধারনত মাননীয় সভাপতি বা সম্মানিত সভাপতি, শ্রদ্ধেয় বা শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথি, উপস্থিত ভদ্রমন্ডলী বা ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ ইত্যাদি সম্বোধন করতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা হলে, মাননীয় প্রধান শিক্ষক বা মাননীয় অধ্যক্ষ, মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ ও আমার সতীর্থ ভাই ও বোনেরা বা সতীর্থ ছাত্রছাত্রীরা ইত্যাদি সম্বোধন করা যায়। সভায় উপস্থিতজনকে আকৃষ্ট করার জন্য বক্তা আন্তরিক সম্ভাষণ করে থাকেন।

(২) প্রস্তাবনা বা বিষয় পরিচিতি ঃ সভা বা অধিবেশনের প্রসঙ্গকথা যদিও পূর্বেই ঘোষিত থাকে তবুও বক্তার বিশেষ বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি জানা থাকে না। তাই সম্ভাষণের পরেই বক্তা তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি মূলকথা বলার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা করেন। কোন কোন বক্তা এ সময় বক্তব্য রাখার সুযোগ দেবার জন্য সভায় আয়োজনকারীদের ধন্যবাদও জানান।

(৩) মূলবক্তব্য ঃ বিষয় প্রস্তাবনার পরেই আসে মূল বিষয়। মূল বক্তব্য উপস্থাপনায় একটির পর একটি পয়েন্ট এভাবে আসে যাতে সহজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। দীর্ঘ ভাষণ কোন শ্রোতারই পছন্দ হয় না। বক্তব্য অহেতুক দীর্ঘ না করা ও একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না বলা বাঞ্ছনীয়। অনেকের কথা বলার সময় মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করা যায়। মুদ্রাদোষ পরিহার করতে হবে।

(৪) সারাংশ ঃ মূল বক্তব্য শেষ হয়ে গেলে বক্তা প্রাঞ্জল একটি সারাংশ বলবেন। এতে শ্রোতাবর্গের কাছে মূল বক্তব্য বুঝতে সহজ হয়। সারাংশ অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হবে।

(৫) উপসংহার ঃ উপসংহারে বক্তা কিছু আবেদন রাখতে পারেন অথবা যে বিষয়টি আলোচিত হল সে প্রসঙ্গে করণীয় কাজের কথা বলতে পারেন।

সুন্দর কথা যেমন মানুষকে আকৃষ্ট করে তেমনি সুন্দর বক্তৃতা ও ভাষণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। কথা ও ভাষণের বিষয়কে যেমন সুন্দর করে তোলা যায় তেমনি উপস্থাপনার কৌশল বক্তৃতার ভঙ্গি, চমৎকার উচ্চারন, ভাষণদানকারীর ব্যক্তিত্ব সব কিছু মিলিযে ভাষণকে একটি শিল্পে পরিণত করতে পারে। চমৎকার ভাষণ প্রদান তাই অনুশীলনের যোগ্য।

ভাষণের কিছু নমুনা

আপনার কলেজে বৃক্ষরোপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের যৌথসভায় একজন শিক্ষার্থীর বক্তৃতা।

পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ এবং আমার সতীর্থ শিক্ষার্থী বন্ধুগণ।

ঐতিহ্য লালিত আমাদের এই বিদ্যাপীঠে আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য একত্র হয়েছি। প্রত্যেকটি নর-নারী তার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায়। আর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে, চাই সুন্দর পরিবেশ। আর পৃথিবীর পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে হলে চাই বৃক্ষরাজি।

বৃক্ষ মানুষের বন্ধু। মানুষের উপযোগী পৃথিবীর পরিবেশ গড়তে হলে বৃক্ষ আমাদের প্রধান সহায়। বৃক্ষ আমাদের খাদ্য দেয়। বস্ত্র দেয়, ছায়া দেয়, জ্বালানী দেয়। পরিবেশের সহায়ক পাখিদের আশ্রয় দেয়। বৃক্ষ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। পৃথিবীতে বৃক্ষের তুলনা আর কিছু নেই।

আমরা জানি দেশের মোট অঞ্চলের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। না হলে সেদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে না। সেক্ষেত্রে আমাদের মোট বনাঞ্চল দেশের এলাকার নয় ভাগ মাত্র। এর বিষয়ের প্রতিক্রিয়া চারিদিকে

পরিস্ফুট। দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমেছে, নদীগুলো আর খরস্রোতা নয়, তাই পলি জমে নদী মরে যাচ্ছে, বনভূমি দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে, বনভূমির বৈচিত্র্য হারাচ্ছে, বন্যপ্রাণী দিনদিন হারিয়ে যাচ্ছে।

আমরা দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারি যদি আমরা বনায়নের দিকে নজর দিই। আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন নিজেদের বাড়ি-ঘরের চারপাশে গাছ-গাছালি লাগাতে পারি। স্কুল কলেজের আঙ্গিনা, পতিত জমি, ঘরের আশে পাশে প্রচুর গাছ লাগাতে পারি। বনায়ন ও বৃক্ষ রোপনের দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়। এটি জনসাধারণের দায়িত্ব। বৃক্ষরোপনকে আমরা সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলতে পারি।

এতক্ষণের আলোচনায় আমি আপনাদের বলবার চেষ্টা করেছি বৃক্ষ কি করে আমাদের জীবন যাপনে সহায়তা করে। বৃক্ষের পরিমাণ কেন কমে যাচ্ছে এদেশে কি করে আমরা বৃক্ষের পরিমাণ বাড়াতে পারি।

বৃক্ষ আমাদের বন্ধু, বৃক্ষ আমাদের জীবন বৃক্ষ আমাদের প্রশান্তির উৎস। আসুন, এ কথা মনে করে আমরা আরও বৃক্ষ রোপনে উৎসাহী হই। তাহলে অচিরেই আমরা দূষণমুক্ত পরিবেশ ফিরে পাবে। আমাদের জীবন হবে শঙ্কামুক্ত ও প্রশান্তির।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বক্তৃতা

মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, উপস্থিত সুধীবৃন্দ।

বছরের সবগুলো দিন আমাদের কাছে সমান গুরুত্ব বহন করে না। কোন কোন দিন আসে ঔজ্জ্বল্যের প্রভা নিয়ে, নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা নিয়ে। আজ পঁচিশে বৈশাখ তেমনি একটি দিন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহৎ কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি– বাঙালির কবি। বাঙালির হাসি-কান্না-দুঃখ -বেদনার এমন রূপকার আর কেউ নেই। প্রাদেশিক সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ সমাধান করেছিলেন বিশ্ব দরবারে। আমাদের সাহিত্যের মানকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দিয়েছিলেন এই রবীন্দ্রনাথই। তাই রবীন্দ্রনাথ আজও হৃদয়ে অবিনশ্বর। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন যেন আমাদের কাছে নতুনের বার্তা নিয়ে আসে। তাই আমরা নতুন করে শপথ নেই তাঁর জন্মদিনের। চির নতুনকে ভালবাসার শপথ। রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে– "চির নতুনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ"।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা একটি বিরাট বনারতি। তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা বিস্ময়কর। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, গান, প্রবন্ধ – কোথায় নেই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের যেদিকে তাকাই সেদিকেই বিপুল বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে। আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতির পরিমন্ডলকে রবীন্দ্রনাথ করেছেন ফুলে-ফলে, ঐশ্বর্য, দীপ্তিতে পূর্ণ এক অসাধারণ ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য দিয়ে আমাদের হৃদয়কে শুধু বিকশিত করেনি – দুর্দিনে তাঁর কবিতা ও গানই দিয়েছে আমাদের দুর্জয়, সাহস ও প্রেরণা। মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল আমাদের প্রেরণার অন্যতম উৎস। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথের এবানীতে আমরা উদ্দীপ্ত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছের মানুষ – ভালবাসবার মানুষ।

আমাদের ভালবাসার এ মানুষটিকে, এ কবিটিকে প্রতি বছর ২৫শে বৈশাখ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করি। তাঁর প্রতিটি জন্মদিনে কবিকে আমরা নতুনভাবে আবিষ্কার করি, নতুন করে উপলব্ধি করি। মনে পড়ে তাঁরই বাণী।

"পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে .....।"

পরিশেষে কামনা করি কবির অমৃত বাণী আমাদের চিত্তকে জাগরূক করুণ, আমাদের চিত্তকে সঞ্জিবীত করুক। সবাইকে ধন্যবাদ।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রতিবেদনের সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রতিবেদন রচনা করতে পারবেন।

প্রতিবেদন শব্দটি ইংরেজি Report শব্দের প্রতিশব্দ। প্রতিবেদন শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধান করে যে, তথ্যমূলক বিবরণী রচনা করা হয়, তাই প্রতিবেদন। প্রতিবেদন কোন ব্যক্তিকে, প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায় অথবা সংবাদপত্রে লেখা হয়। প্রতিবেদনে কিছু কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করলেও মোটামুটি এর কাঠামো নির্দিষ্ট। প্রতিবেদনে তিনটি অংশ থাকে। প্রথমটি প্রারম্ভিক অংশ। এখানে বিষয়বস্তুর সূচনা থাকে। দ্বিতীয় অংশ – প্রধান অংশ। অর্থাৎ এখানে বিষয়টি পূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়। তৃতীয় অংশটি সমাপ্তিসূচক। তবে এখানে থেকে প্রতিবেদন করা হয়েছে যে বিষয়ে সে সম্পর্কে করণীয় বা সম্ভাব্য সমাধান।

নিচের নমুনা প্রতিবেদনগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করুন।

পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন।

মণিরামপুর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

মণিরামপুর বাজারে(দিনাজপুর) সম্প্রতি এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এতে প্রায় ২৫টি আধা পাকা দোকানঘর সপূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে। ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই কোটি টাকা বলে স্থানীয় জনসাধারণ জানিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ২৫শে মার্চ রাত ২টায় অগ্নিকান্ড শুরু হয়। আগুনের সূত্রপাতের কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে অভিজ্ঞমহলের অভিমত সিগারেটের আগুন থেকেই একই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত। মাঝরাতে দোকানীদের আর্ত চিৎকার শহরবাসীদের ঘুম ভেঙে যায়। তারা ঘর থেকে বের হয়ে এসে দেখতে পান আগুনের লেলিহান শিখা একের পর এক ঘর গ্রাস করে যাচ্ছে – আর হতভাগ্য ব্যবসায়ীদের কোলাহলে ও আহাজারিতে বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। মানুষ জন আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আগুণ নেভাতে। কিন্তু আগুণ ততক্ষণ বাগে আনা যায়নি যতক্ষণ না দমকল বাহিনী এসে পৌঁছায়। দমকল বাহিনী প্রায় দুঘণ্টা অক্লান্ত চেষ্টা করে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। কোন ব্যবসায়ীই তাদের জিনিষপত্র দোকান থেকে বের করতে পারেনি। তাদের আর্ত চিৎকার ও আহাজারী করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না।

ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখেছে। স্থানীয় পৌরসভা মার্কেটটি আবার চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও মার্কেটটি পাকা করার ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া প্রয়োজন। না হলে তাদের অনেকের পক্ষেই পুনরায় ব্যবসা শুরু করা সম্ভব হবে না।

কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন

বরাবর
অধ্যক্ষ
সুনামগঞ্জ কলেজ
সুনামগঞ্জ

বিষয় ঃ সুনামগঞ্জ কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

মহোদয়,

আপনার ২৩/১/৯৯ তারিখে প্রেরিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে কলেজ গ্রন্থাগারের বার্ষিক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আপনার সমীপে পেশ করছি।

১। আমাদের কলেজটি ৫০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সূত্রে কলেজ গ্রন্থাগারটিও একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরানো রেকর্ডপত্রে মাত্র ৩০০ শত বই নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। স্বাভাবিকভাবেই পুরাতন অনেক বই-পত্র গ্রন্থাগারে থাকার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রথম বিশ বছরের বইপত্র আমরা দেখতে পাইনা। তুলনামূলকভাবে নতুন বছরগুলোর বইপত্র কিছু কিছু আছে। তবে সর্বসাকুল্যে এখন বই-এর সংখ্যা ২৩ হাজার। এর মধ্যে বেশ কিছু বই এত জীর্ণ যে পাঠের জন্য ব্যবহার উপযোগী নয়। তাছাড়া বর্তমানে ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষকদের জন্য ব্যবহার্য বইয়ের সংখ্যা খুবই কম।

২। গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র অধিকাংজীর্ণ-শীর্ণ। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের আলাদা ও প্রশস্ত কোন পাঠকক্ষ নেই।

৩। এখানের গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। তাই বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গ্রন্থগার পরিচালনার রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ।

৪। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বই সরবরাহের কোন নীতিমালা নেই।

এ অবস্থায় নিম্নলিখিত সুপারিশ করছি যাতে গ্রন্থাগারটি ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের যথার্থ উপকারে আসে।

১. গ্রন্থাগারটির আধুনিকীকরণ করতে হবে। জীর্ণ বইগুলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করতে হবে। সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তক ক্রয় করতে হবে।

২. পাঠাগারে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের বসার স্থান প্রশস্ত করতে হবে ও পাঠের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

৩. গ্রন্থাগারের সমস্ত বই বৈজ্ঞানিক উপায়ে তালিকাকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে ও প্রয়োজনীয় লোকবল বাড়াতে হবে।

৫. গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

এ প্রতিবেদন তৈরি, অনুসন্ধান ও তদন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদসহ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বাসভাজন

আশরাফ হোসেন
প্রভাষক- অর্থনীতি বিভাগ
সুনামগঞ্জ কলেজ

১লা মার্চ, ১৯৯৯

সিলেট।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

	নীচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে আয়োজিত একটি সভার জন্য একটি ভাষণের খসড়া তৈরি করুন।

২. আপনার কলেজের একজন অধ্যাপকের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে একটি ভাষণ রচনা করুন।

৩. "বই পড়া কেন প্রয়োজন"– সম্পর্কিত একটি আলোচনা সভার জন্য ভাষণ রচনা করুন।

৪. একুশে ফেব্রুয়ারির একটি সভার জন্য ভাষণের খসড়া তৈরি করুন।

৫. নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি ভাষণ তৈরি করুন।

৬. কলেজের 'নবীন বরণ' অনুষ্ঠানের জন্য একটি ভাষণ তৈরি করুন।

৭. ডাকঘর স্থাপনের প্রয়োজীয়তা সম্পর্কে সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন রচনা করুণ।

৮. আপনার কলেজে খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

৯. সাম্প্রতিক একটি দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

১০. বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করুন।

১১. কলেজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

১২. আপনার শহরে নাগরিক সুযোগ সুবিধা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।